যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১৪৮

১/ বিবিধ

আরবী

تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم، وفي لفظ: إذا كان في الثوب قدر الدرهم من الدم غسل الثوب وأعيدت الصلاة

موضوع

أخرجه ابن حبان في " الضعفاء " (1 / 298) ، والدارقطني في " سننه " (ص 154) والبيهقي (2 / 404) عن روح بن غطيف عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا، وقال ابن حبان: هذا خبر موضوع لا شك فيه ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما اخترعه أهل الكوفة، وروح يروي الموضوعات عن الثقات وأقره الزيلعي في " نصب الراية " (1 / 212) وابن الملقن في " الخلاصة " (ق 30 / 1) ، وقال الدارقطني: لم يروه عن الزهري غير روح بن غطيف وهو متروك الحديث، وقال البخاري في " التاريخ الصغير " (ص 138) : ولا يتابع عليه، وروى البيهقي من طريق الحافظ ابن عدي بسنده إلى أحمد بن العباس قال: قلت لابن معين: تحفظ عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث؟ فقال: لا والله، ثم قال: ممن؟

قلت: حدثنا محرز بن عون، قال: ثقة، عمن؟ قلت: عن القاسم بن مالك المزني قال: ثقة، عمن؟ قلت: عن روح بن غطيف، قال: ها، قلت: يا أبا زكريا ما أرى أتينا إلا من روح بن غطيف؟ قال: أجل، قال ابن عدي: هذا لا يرويه عن الزهري فيما أعلمه غير روح بن غطيف وهو منكر بهذا الإسناد، وفيما بلغني عن يحيى الذهلي قال: أخاف أن

يكون هذا موضوعا
والحديث رواه العقيلي في " الضعفاء " (133) من هذا الوجه ثم قال: حدثني آدم قال: سمعت البخاري يقول: هذا الحديث باطل، وروح هذا منكر الحديث، ومن طريق العقيلي أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " (2 / 76) ، وأقره السيوطي في " اللآلىء " ثم ابن عراق في " تنزيه الشريعة " (2 / 428) فالعجب من السيوطي كيف أورده في " الجامع الصغير
وللحديث طريق أخرى بلفظ آخر

বাংলা

১৪৮। (কাপড়ে) এক দিহরাম পরিমাণ রক্ত লাগলে পুনরায় সালাত (নামায/নামাজ) আদায় করতে অন্য এক ভাষায় এসেছেঃ 'যদি কাপড়ে এক দিহরাম পরিমাণ রক্ত থাকে, তাহলে কাপড়টি ধুয়ে নিতে হবে এবং সালাতটি পুনরায় আদায় করতে হবে।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি ইবনু হিব্বান "আয-যুয়াফা" গ্রন্থে (১/২৯৮), দারাকুতনী তার "সুনান" গ্রন্থে (পৃঃ ১৫৪) এবং বাইহাকী (২/৪০৪) রাওহ ইবনু গুতাঈফ হতে ... বর্ণনা করেছেন। অতঃপর ইবনু হিব্বান বলেছেনঃ হাদীসটি বানোয়াট হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি বলেননি। কুফাবাসীরা এটি তৈরি করেছেন। রাওহ নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে জাল হাদীস বর্ণনা করতেন।

যায়লাঈ "নাসবুর রায়া" গ্রন্থে (১/২১২) এবং ইবনুল মুলাক্কান "আল-খুলাসা" গ্রন্থে (কাফ ৩০/১) তার (ইবনু হিব্বানের) কথাকে সমর্থন করেছেন। দারাকুতনী বলেনঃ যুহরী হতে রাওহ ইবনু গুতাঈফ ছাড়া অন্য কেউ এটিকে বর্ণনা করেননি। তিনি মাতরূকুল হাদীস। ইমাম বুখারী "তারীপুস সাগীর" গ্রন্থে (পৃ. ১৩৮) বলেনঃ তার অনুসরণ করা যায় না।

উকায়লী "আয-যুয়াফা" গ্রন্থে (১৩৩) হাদীসটি এ সূত্রে বর্ণনা করে বলেছেনঃ আমাকে আদম হাদীসটি শুনিয়েছেন, তিনি বলেনঃ আমি বুখারীকে বলতে শুনেছি যে, এ হাদীসটি বাতিল এবং এ রাওহ মুনকারুল হাদীস।

উকায়লীর সূত্রে হাদীসটি ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (২/৭৬) উল্লেখ করেছেন, আর সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে তাকে সমর্থন করেছেন। অতঃপর ইবনুল আররাকও "তানযীহুশ শারীয়াহ" গ্রন্থে (২/৪২৮) তাকে সমর্থন করেছেন। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, তার পরেও সুয়ূতী কীভাবে হাদীসটি "জামেউস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন!

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=5409

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন